হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী

কোর্স : ১০৪

বিষয় : ফিক্বহ

ক্লাস : ১

শরীফুল ইসলাম মাদানী

লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী।

ফিকহ-এর পরিচয়

ফিকহ-এর শাব্দিক অর্থ : الفهم **বুঝ**

ফিকহ-এর পারিভাষিক অর্থ :

" العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية "

ফিকহ হল- বিস্তারিত দলীলাদী থেকে অর্জিত শরীআতের ব্যবহারিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান।

উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদের কারণ :

(ক) দলীল না পৌঁছা।

(খ) ভুলে যাওয়া।

(গ) দলীল বুঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি।

(ঘ) যঈফ ও জাল হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা।

(ঙ) সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী না বুঝা।

তাক্বলীদের পরিচয়

তাক্বলীদের শাব্দিক অর্থ :

'তাক্বলীদ' (اَلتَقْلِيْدُ) শব্দটি 'ক্বালাদাতুন' (قَلَادَةٌ) হতে গৃহীত। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। যেমন বলা হয়, قَلَّدَ الْبَعِيْرَ 'সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে'। সেখান থেকে 'মুক্বাল্লিদ' (مُقَلِّدٌ), অর্থ : যিনি কারো আনুগত্যের রশি নিজের গলায় বেঁধে নিয়েছেন।

তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ :

তাক্বলীদ হল শারঈ বিষয়ে কোন মুজতাহিদ বা শরী'আত গবেষকের কথাকে বিনা দলীল-প্রমাণে চোখ বুজে গ্রহণ করা।

১- আল্লামা জুরজানী (রহঃ)-এর মতে,

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ وَلَا دَلِيْلٍ–

'তাক্বলীদ হল বিনা দলীল-প্রমাণে অন্যের কথা গ্রহণ করা'।[১]

২- ইমাম শাওকানী (রহঃ)-এর মতে,

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ رَأْيِ مَنْ لَا تَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ بِلَا حُجَّةٍ–

'তাক্বলীদ হল বিনা দলীলে অন্যের মত গ্রহণ করা, যার মত দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হবে না'।[২]

৩- 'তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান'-এর লেখক মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ)-এর মতে,

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيْلِهِ–

'তাক্বলীদ হল কারো দলীল সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তার কথা গ্রহণ করা'।[৩]

তাক্বলীদের উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, শারঈ বিষয়ে কারো কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করাই তাক্বলীদ। পক্ষান্তরে দলীলসহ গ্রহণ করলে তা হয় ইত্তেবা। আভিধানিক অর্থে ইত্তেবা হচ্ছে পদাংক অনুসরণ করা। পারিভাষিক অর্থে 'শারঈ বিষয়ে কারো কোন কথা দলীল সহ মেনে নেওয়া'।

তাক্বলীদের উৎপত্তি

১. জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ৬৪।
২. ইমাম শাওকানী, ইরশাদুস সায়েল ইলা দালায়িলিল মাসায়েল, পৃঃ ৪০৮।
৩. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, মুযাক্কিরাতু উছূলিল ফিক্বহ, ৪র্থ মুদ্রণ, (১৪২৫ হিঃ ২০০৪ খৃষ্টাব্দ), মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম ২৯৬ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবীদের যুগে কেউ কারো তাক্বলীদ করতেন না অর্থাৎ কেউ কারো কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করতেন না। কুরআন ও হাদীছের মধ্যেও 'তাক্বলীদ' শব্দের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছে অর্থগতভাবে তাক্বলীদ সম্পর্কে যা এসেছে তাও খারাপ অর্থে, ভাল অর্থে নয়।

সর্বপ্রথম 'তাক্বলীদ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ছাহাবীদের যুগে। ঐ শব্দটি ব্যবহার করে শরী'আতের যাবতীয় বিষয়ে কারো তাক্বলীদ তথা অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন,

أَلاَ لاَ يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلاً دِيْنَهُ فَإِنْ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ–

'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় দ্বীনের ব্যাপারে কারো তাক্বলীদ না করে, যে (যার তাক্বলীদ করা হয়) ঈমানদার হলে সে (মুক্বাল্লিদ) ঈমানদার হয়, আর কাফের হলে সেও কাফের হয়।[৪]

বলা হয়ে থাকে, যাদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান নেই তাদের উপর তাক্বলীদ করা ওয়াজিব। এই কথাটিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের যুগে কারো জানা ছিল না। বরং তাঁরা ইসলামের যাবতীয় বিধান দলীলভিত্তিক পালনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইত্তেবা বা অনুসরণ করেছেন, তাক্বলীদ করেননি। কারণ সাধারণ মানুষ- যাদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তারাও শুধুমাত্র একজনের ফৎওয়া গ্রহণ করতেন না। বরং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনের নিকট যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব নিতেন। আর যারা ফৎওয়া প্রদান করতেন তাঁদের মূল ভিত্তি ছিল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। তৎকালীন যুগে কোন মাযহাব ও নির্দিষ্ট ফিক্বহের কিতাব ছিল না। সুতরাং তাঁরা কারো অন্ধানুসারী ছিলেন না। যদি কারো মধ্যে তাক্বলীদ প্রকাশ পেত,

৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৮৫০; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/২০৮৪৬, অলবানী, সনদ ছহীহ।

অথবা কারো কোন কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার বিপরীত হত তাহলে অন্যান্য ছাহাবীগণ তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। যেমন-

(١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ. فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوْبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ صَحِيْفَتِكَ-

১. ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না'। তখন বুশায়র ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, হিকমতের পুস্তকে লিখা আছে যে, কোন কোন লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোন কোন লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। তখন ইমরান (রাঃ) বললেন, আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (হাদীছ) বর্ণনা করছি। আর তুমি কিনা (তদস্থলে) আমাকে তোমার পুস্তিকা থেকে বর্ণনা করছ?[৫]

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا-

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন, পাথর নিক্ষেপ কর না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন

৫. বুখারী হা/৬১১৭, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'লজ্জাশীলতা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/৪৮৮ পৃঃ।

অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন, পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপসন্দ করতেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা যায় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা যায় না। তবে এটা কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং চোখ উপড়িয়ে দিতে পারে। অতঃপর তিনি আবার তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি তা অপসন্দ করেছেন। অথচ (একথা শুনেও) তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না এতকাল এতকাল পর্যন্ত।[৬]

(٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلاَلٌ. فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِيْ نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ أَمْرُ أَبِيْ يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

৩. ইবনু শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাকে (ইবনে শিহাব) বলেছেন, তিনি [সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)] শামের একজন লোকের নিকট থেকে শুনেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, তা হালাল। তখন সিরীয় লোকটি বললেন, তোমার পিতা (ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব) তা নিষেধ করেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যে কাজ আমার পিতা নিষেধ করেছেন সে কাজ যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালন করেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণযোগ্য, না আমার বাবার নির্দেশ অনুসরণযোগ্য? লোকটি বললেন, বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ

৬. বুখারী হা/৫৪৭৯, 'যবেহ ও শিকার' অধ্যায়, 'ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করা ও বন্দুক মারা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/২২৬ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯৫৪।

অনুসরণযোগ্য। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে তামাত্তু আদায় করেছেন।[৭]

অতএব ইসলামের প্রথম যামানায় তাক্বলীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং তা সৃষ্টি হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিনশত বছর পরে। এ ব্যাপারে আবু ত্বালেব আল-মাক্কী (রহঃ) বলেন,

الْفُتْيَا بِمَذْهَبِ الْوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ وَانْتِحَاءُ قَوْلِهِ وَالْحِكَايَةُ لَهُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَالتَّفَقُّهُ عَلَى مَذْهَبِهِ مُحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ النَّاسُ قَدِيْمًا عَلَى ذَلِكَ فِيْ الْقَرْنِ الأَوَّلِ وَالثَّانِيْ–

নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাব অনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান, তার কথার উপরই নির্ভরশীল হওয়া, সকল বিষয়ে তার মত বর্ণনা করা এবং তার মাযহাবের উপরেই পাণ্ডিত্য অর্জন করা নব আবিষ্কৃত বিষয়, যার উপরে পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দির মানুষ ছিল না।[৮]

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন,

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، رَجُلٌ وَاحِدٌ اتَّخَذَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَلِّدُهُ فِيْ جَمِيْعِ أَقْوَالِهِ، فَلَمْ يُسْقِطْ مِنْهَا شَيْئًا وَأَسْقَطَ أَقْوَالَ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا. وَنَعْلَمُ بِالضَّرُوْرَةِ، أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَصْرِ التَّابِعِيْنَ، وَلَا تَابِعِي التَّابِعِيْنَ، فَلْيُكَذِّبْنَا الْمُقَلِّدُوْنَ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، سَلَّكَ سَبِيْلَهُمُ الْوَخِيْمَةَ فِيْ الْقُرُوْنِ الْفَضِيْلَةِ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِيْ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُوْمِ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

নিশ্চয়ই ছাহাবীদের যুগে এমন অবস্থা ছিল না যে, কোন ব্যক্তি তাদের মধ্যে অপর কোন ব্যক্তির সকল কথার তাক্বলীদ করত, তা থেকে কোন কিছুই ছেড়ে দিত না। পক্ষান্তরে অন্যের কথাকে ছেড়ে দিত এবং তা থেকে কোন কিছুই

৭. *তিরমিযী হা/৮২৩, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে যা এসেছে' অনুচ্ছেদ, আলবানী, সনদ ছহীহ।*

৮. *আবূ ত্বালেব আল-মাক্কী, ক্বূতুল কুলুব ফী মু'আমালাতিল মাহবুব ১/২৭২ পৃঃ, দারুল কিতাবিল ইলমী, বৈরুত।*

গ্রহণ করত না। আমরা আবশ্যিকভাবে জানতে পারি যে, নিশ্চয়ই ইহা (তাক্বলীদ) তাবেঈনদের যামানায় ছিল না এবং ছিল না তাবেঈ তাবেঈনদের যামানাতেও। তাক্বলীদপন্থীগণ কোন একজন ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করে আমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত মর্যাদাপূর্ণ যুগে তাক্বলীদের সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষ্য মতে তারা (তাক্বলীদপন্থীগণ) তাদের এই (তাক্বলীদের) অনুপযোগী পথকে মর্যাদাপূর্ণ যুগে প্রবিষ্টিত করেছে। নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ)-এর যবানীতে নিন্দিত চতুর্থ শতাব্দীতে এই বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে।[৯]

অতএব বুঝা গেল, ২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন তাক্বলীদী মাযহাবের প্রচলন হয়।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা নির্দিষ্ট কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের মুক্বাল্লিদ তথা অন্ধানুসারী ছিল না। কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারো মাযহাব যাচাই করা হত না'।[১০]

এই উক্তি প্রমাণ করে যে, মাযহাবের তাক্বলীদ শুরু হয়েছে ৪র্থ শতাব্দী হিজরী হতে। ওলামায়ে কেরাম-যাদের ইজতিহাদ সর্বত্র গৃহীত হয়েছে, তাঁরা সকলেই তাক্বলীদের বিরোধিতা করেছেন।

যেমন- হাম্বলী ও শাফেঈ মাযহাবের অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন,

لَا يَجُوْزُ الْفَتْوَى بِالتَّقْلِيْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ وَالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ حَرَامٌ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ النَاسِ أَنَّ التَّقْلِيْدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ وَأَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ عَالِمٍ–

৯. *মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ৭/৫০৯ পৃঃ।*

১০. *শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ১/১৫২-৫৩ পৃঃ, 'চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

‘নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা উহা ইলম নয়। আর ইলমবিহীন ফৎওয়া প্রদান করা হারাম। আর এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, তাক্বলীদের নাম ইলম নয় এবং মক্বাল্লিদের নাম আলেম নয়।[১১]

অতএব তাক্বলীদ নয়, কুরআন ও হাদীছের যথাযথ অনুসরণই ইসলামের মৌলিক বিষয়। যেমনটি অনুসরণ করেছেন সালাফে ছালেহীন। তারা কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

প্রসিদ্ধ চার ইমামের সাথে তাঁদের ছাত্রদের অনেক মাসআলায় মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ‘মুখতাছারুত ত্বহাবী’ গ্রন্থে অনেক মাসআলাতে ইমাম আবু হানীফার মতের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ‘হেদায়াহ’ গ্রন্থ প্রণেতা মারগিনানী, ‘বাদায়েয়ুছ ছানায়ে’ প্রণেতা আল-কাসানী, ‘ফাতহুল ক্বাদীর’ প্রণেতা কামাল ইবনুল হুমাম প্রমুখ আলেম হানাফী মাযহাবের বড় বড় বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইমাম আবু হানীফার অন্ধানুসারী ছিলেন না; বরং কুরআন ও হাদীছ অনুসরণ করতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফার অনেক মতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ইমাম আবু হানীফার অনুসারী ছিলেন। কেননা তিনি বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ. ‘যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব’।

অনুরূপভাবে ইবনু কুদামা (রহঃ), শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ), ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), ইবনু রজব (রহঃ) হাম্বলী মাযহাবের খ্যাতনামা বিদ্বান ছিলেন। আবু ইসহাক আশ-শীরাযী (রহঃ), ইমাম নববী (রহঃ) শাফেঈ মাযহাবের এবং ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ), ইবনু রুশদ (রহঃ), ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) মালেকী মাযহাবের বিদ্বান ছিলেন। তাঁদের কেউ কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধানুসারী ছিলেন না। বরং তাঁরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁদের ইমামদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেননি।

১১. *ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ‘কারো তাক্বলীদ করে ফৎওয়া দেওয়া’ অধ্যায় ২/৮৬ পৃঃ।*

ইত্তেবা ও তাক্বলীদের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে প্রেরিত অহী-র বিধানের যথাযথ অনুসরণের নাম ইত্তেবা।

এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ- اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

‘তোমার নিকট এজন্য কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমার অন্তরে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং এটা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন অলি-আউলিয়ার অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক’ *(আ‘রাফ ৭/২-৩)*।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবা দু’টি ভিন্ন বিষয়। এদু’টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ‘তাক্বলীদ’ হল নবী ব্যতীত অন্য কারো শারঈ বক্তব্যকে বিনা দলীলে গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় ‘ইত্তেবা’। একটি হল দলীল ব্যতীত অন্যের রায়ের অনুসরণ। আর অন্যটি হল দলীলের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ। মূলতঃ ‘তাক্বলীদ’ হল রায়ের অনুসরণ। আর ‘ইত্তেবা’ হল ‘রেওয়ায়াতে’র অনুসরণ।[১২]

যেমন ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

اَلتَّقْلِيْدُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرَّأْيِ وَالْإِتِّبَاعُ إِنَّمَا هُوَ قُبُوْلُ الرِّوَايَةِ، فَالْإِتِّبَاعُ فِيْ الدِّيْنِ مَسُوْغٌ وَالتَّقْلِيْدُ مَمْنُوْعٌ-

১২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ (রাজশাহী ঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২০১০, পৃঃ ৭।*

‘তাক্বলীদ হল রায়-এর অনুসরণ এবং ‘ইত্তেবা’ হল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইসলামী শরী‘আতে ‘ইত্তেবা’ সিদ্ধ এবং ‘তাক্বলীদ’ নিষিদ্ধ’।[১৩]

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন, ‘তাক্বলীদ হল কারো দলীল সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তার কথা গ্রহণ করা, যা তার ইজতিহাদ বা গবেষণা ব্যতীত কিছুই নয়। পক্ষান্তরে শারঈ দলীল কারো মাযহাব ও কথা নয়; বরং তা একমাত্র অহী-র বিধান, যার অনুসরণ করা সকলের উপর ওয়াজিব’।[১৪]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, ‘ইত্তেবা হল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তার ছাহাবীগণ হতে যা কিছু এসেছে তা গ্রহণ করা’। অতঃপর তিনি বলেন, ‘তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না এবং তাক্বলীদ করো না মালেক, ছাওরী ও আওযা‘ঈরও। বরং গ্রহণ কর তারা যা হতে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ।[১৫]

উলেখ্য যে, কোন আলেমের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কোন কথাকে মেনে নেওয়ার নাম ‘তাক্বলীদ’ নয়, বরং তা হল ‘ইত্তেবা’। অনুরূপভাবে কোন আলেমের দেওয়া ফৎওয়ার বিপরীতে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া গেলে উক্ত ফৎওয়া পরিত্যাগ করে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করাকে বলা হয় ‘ইত্তেবা’। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের যুগে তাক্বলীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং তাঁদের দলীলভিত্তিক কথার অনুসরণকে অনেকে ‘তাক্বলীদ’ বলে ভুল বুঝিয়েছেন।

ইসলাম মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত সত্য গ্রহণ ও তাঁর নবীর ইত্তেবা করতে আহ্বান জানিয়েছে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ করতে কখনই বলেনি। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই মানবরচিত কোন মতবাদই প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তি ও আসতে পারে না। আর এজন্যই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

১৩. শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খৃঃ), পৃঃ ১৪।
১৪. তদেব।
১৫. ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ৩/৪৬৯পৃঃ।

তাক্বলীদের ব্যাপারে চার ইমামের নিষেধাজ্ঞা

ইসলামের প্রসিদ্ধ চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁরা প্রত্যেকেই বিরাট পণ্ডিত, পরহেযগার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। দুনিয়ার বুকে পিওর ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন মানুষের সার্বিক জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী গড়ে তোলার। কোন মাসআলার ফায়ছালা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে না পেলে তাঁরা ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ফায়ছালা প্রদান করেছেন। তাতে ভুল হলেও তাঁরা ছওয়াবের অধিকারী হয়েছেন।

এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ-

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, ‘কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু’টি পুরস্কার। আর বিচারক ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার’।[১৬]

অত্র হাদীছের উপর ভিত্তি করেই ইমামগণ ইজতিহাদ বা শরী‘আত গবেষণা করে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই হাদীছ না থাকলে হয়তবা তাঁরা ইজতিহাদ করতেন না। কারণ তাঁরা ভয় করতেন যে, তাঁদের কথা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিরুদ্ধে যেতে পারে। এজন্য তাঁরা তাঁদের তাক্বলীদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন-

১- ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

১৬. বুখারী হা/৭৩৫২, ‘কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অধ্যায়, ‘বিচারক ইজতিহাদে ঠিক করুক বা ভুল করুক তার প্রতিদান পাবে’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৬৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭১৬।

১- إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ-

১- ‘যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব’।[১৭]

২- لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ-

২- ‘আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি, তা না জেনে আমাদের কথা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়’।[১৮]

৩- حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِيْ-

৩- ‘যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে না, আমার কথা দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা তার জন্য হারাম’।[১৯]

٤- إِنَّنَا بَشَرٌ، نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ، وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا-

৪- ‘নিশ্চয়ই আমরা মানুষ। আমরা আজকে যা বলি, আগামীকাল তা থেকে ফিরে আসি’।[২০]

٥- وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ! لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّيْ، فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ-

৫- ‘তোমার জন্য আফসোস হে ইয়াকুব (আবু ইউসুফ)! তুমি আমার থেকে যা শোন তাই লিখে নিও না। কারণ আমি আজ যে মত প্রদান করি, কাল তা প্রত্যাখ্যান করি এবং কাল যে মত প্রদান করি, পরশু তা প্রত্যাখ্যান করি’।[২১]

১৭. হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন, ১/৬৩ পৃঃ।
১৮. তদেব, ৬/২৯৩ পৃঃ।
১৯. ড. অছিউল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্বাস, আত-তাক্বলীদ ওয়া হুকমুহু ফী যুইল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ, পৃঃ ২০।
২০. তদেব।
২১. তদেব।

٦- إِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ وَخَبَرَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْرُكُوْا قَوْلِيْ-

৬- ‘আমি যদি আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার (হাদীছ) বিরোধী কোন কথা বলে থাকি, তাহলে আমার কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও’।[২২]

২- ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

١- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَخْطَىءُ وَأُصِيْبُ، فَانْظُرُوْا فِيْ رَأْيِيْ، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوْهُ-

১- ‘আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, আবার ঠিকও করি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো তোমরা যাচাই কর। যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে হবে সেগুলো গ্রহণ কর। আর যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিকূলে হবে তা প্রত্যাখ্যান কর’।[২৩]

٢- لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

২- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথাই গ্রহণীয় বা বর্জনীয়, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত’।[২৪]

৩- ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

২২. ছালেহ ফুলানী, ইক্বাযু হিমাম, ৫০ পৃঃ ।
২৩. ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৬/১৪৯ পৃঃ।
২৪. তদেব, ৬/১৪৫ পৃঃ।

১- إِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِيْ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُوْلُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعُوْا مَا قُلْتُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَاتَّبِعُوْهَا، وَلَا تَلْتَفِتُوْا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ-

১- ‘যদি তোমরা আমার বইয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাও, তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বল এবং আমার কথাকে প্রত্যাখ্যান কর’। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ‘তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কথারই অনুসরণ কর এবং অন্য কারো কথার দিকে দৃকপাত কর না’।[২৫]

২- كُلُّ مَا قُلْتُ، فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ، فَحَدِيْثُ النَّبِيِّ أَوْلَى، فَلَا تُقَلِّدُوْنِيْ-

২- ‘আমি যেসব কথা বলেছি, তা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের বিপরীত হয়, তবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছই অগ্রগণ্য। অতএব তোমরা আমার তাক্বলীদ কর না’।[২৬]

৩- كُلُّ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ قَوْلِيْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوْهُ مِنِّيْ-

৩- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি হাদীছই আমার কথা, যদিও আমার নিকট থেকে তোমরা তা না শুনে থাক’।[২৭]

৪- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা :

১- لَا تُقَلِّدْنِيْ، وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا-

২৫. *ইমাম নববী, আল-মাজমূ, ১/৬৩ পৃঃ।*
২৬. *ইবনু আবী হাতেম, ৯৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ।*
২৭. *তদেব।*

১- ‘তুমি আমার তাক্বলীদ কর না এবং তাক্বলীদ কর না মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরীর। বরং তাঁরা যে উৎস হতে গ্রহণ করেছেন, সেখান থেকে তোমরাও গ্রহণ কর’।[২৮]

২- مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ-

২- ‘যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করল, সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল’।[২৯]

নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করার হুকুম

কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য (সে শিক্ষিত হোক বা মূর্খই হোক) নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির তাক্বলীদ তথা বিনা দলীলে তার থেকে সকল মাসআলা গ্রহণ করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে চার মাযহাবের যেকোন একটির অনুসরণ করা ফরয মর্মে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন এবং কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী। কারণ আল্লাহ তা‘আলা কোন ব্যক্তির অন্ধানুসরণ না করে শুধু কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

‘তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর, আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধুরূপে অনুসরণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক’ *(আ‘রাফ ৭/৩)*।

আর আল্লাহ তা‘আলা প্রেরিত বিধান বুঝার জন্য যোগ্য আলেমের নিকটে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়ে বলেন- ‘তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর’ *(নাহল ১৬/৪৩)*।

২৮. *ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ২/৩০২ পৃঃ।*
২৯. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, মুকাদ্দামাতু ছিফাতি ছালাতিন নাবী (ছাঃ), ৪৬-৫৩ পৃঃ।*

অতএব শরী'আতের অজানা বিষয় সমূহ আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির তাক্বলীদ করতে হবে।

তাক্বলীদ একটি বহু প্রাচীন জাহেলী প্রথা। বিগত উম্মতগুলির অধঃপতনের মূলে তাক্বলীদ ছিল সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল উপাদান। তারা তাদের নবীদের পরে উম্মতের বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিদের অন্ধানুসরণ করে এবং ভক্তির আতিশয্যে তাদেরকে রব-এর আসন দিয়ে সম্মান প্রর্দশন করতে থাকে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মারিয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ব্যতীত কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'আরবাব' অর্থ এটা নয় যে, ইহুদী-নাছারাগণ তাদেরকে বিশ্বচরাচরের 'রব' মনে করত। বরং এর অর্থ হল এই যে, তারা তাদের আদেশ ও নিষেধ সমূহের আনুগত্য করত। যেমন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাছারা বিদ্বান আদী বিন হাতিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে তওবা পড়ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উপরোক্ত (তওবা ৩১) আয়াতে পৌঁছে গেলেন। আদী বললেন, আমরা তাদের ইবাদত করি না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জওয়াবে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু হালাল করেছেন তা কি তারা হারাম করত না? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম গণ্য করতে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করত না? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল গণ্য করতে।

আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটাইতো তাদের ইবাদত হল।[৩০]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ-

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি। যদি তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি'? *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাঁর নাযিলকৃত প্রকাশ্য দলীল সমূহের অনুসরণ করে। কিন্তু তারা বলে যে, আমরা ওসবের অনুসরণ করব না, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করব। তারা যেন তাক্বলীদের মাধ্যমে দলীলকে প্রতিরোধ করছে।

ইমাম রাযী বলেন, যদি মুক্বালিদ ব্যক্তিটিকে বলা হয় যে, কোন মানুষের প্রতি তাক্বলীদ সিদ্ধ হবার শর্ত হল একথা জ্ঞাত হওয়া যে, ঐ ব্যক্তি হক-এর উপরে আছেন, একথা তুমি স্বীকার কর কি-না? যদি স্বীকার কর তাহলে জিজ্ঞেস করব তুমি কিভাবে জানলে যে লোকটি হক-এর উপরে আছেন? যদি তুমি অন্যের তাক্বলীদ করা দেখে তাক্বলীদ করে থাক, তাহলে তো গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে গেল। আর যদি তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে থাক, তাহলে তো আর তাক্বলীদের দরকার নেই, তোমার জ্ঞানই যথেষ্ট। যদি তুমি বল যে, ঐ ব্যক্তি হকপন্থী কি-না তা জানা বা না জানার উপরে তাক্বলীদ নির্ভর করে না, তাহলে তো বলা হবে যে, ঐ ব্যক্তি বাতিলপন্থী হলেও তুমি তার তাক্বলীদকে সিদ্ধ করে নিলে। এমতাবস্থায় তুমি জানতে পার না তুমি

৩০. *ইমাম রাযী, তাফসীরুল কাবীর, ১৬/২৭ পৃঃ; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, ১৫১ পৃঃ।*

হকপন্থী না বাতিলপন্থী। জেনে রাখা ভাল যে, পূর্বের আয়াতে (বাক্বারাহ ১৬৮-১৭০) শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করার পরেই এই আয়াত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে ইংগিত দিয়েছেন যে, শয়তানী ধোঁকার অনুসরণ করা ও তাক্বলীদ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব এই আয়াতের মধ্যে মযবুত প্রমাণ নিহিত রয়েছে দলীলের অনুসরণ এবং চিন্তা-গবেষণা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ও দলীলবিহীন কোন বিষয়ের দিকে নিজেকে সমর্পণ না করার ব্যাপারে।[৩১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মানুষের উপরে আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে ফিরে চল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার লক্ষ্যেই আমীরের আনুগত্য করতে হবে। অতঃপর পরস্পরে মতভেদ দেখা দিলে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে। আর যখন কোন নতুন বিষয় আসবে তখন এমন আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করতে হবে, যিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যাচাই করে ফৎওয়া প্রদান করেন। এক্ষেত্রে মাযহাবী গোঁড়ামিকে কখনোই স্থান দেয়া যাবে না। অর্থাৎ একজন যোগ্য আলেম- সে যে মাযহাবেরই অনুসারী হোক

৩১. তাফসীরুল কাবীর, ৫/৭ পৃঃ; 'আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, ১৫৩-১৫৪ পৃঃ।

না কেন, তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করতে হবে। যদি কোন মানুষ নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করে আর দেখে যে, কিছু মাসআলার দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে তার মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবই শক্তিশালী, তাহলে তার উপর মাযহাবী গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে শক্তিশালী দলীল গ্রহণ করাই ওয়াজিব। আর যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর মাযহাবী গোঁড়ামিকেই প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩২]

একদা শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া জিজ্ঞাসিত হলেন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাবের অনুসারী এবং মাযহাব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন। অতঃপর তিনি হাদীছ গবেষণায় লিপ্ত হন এবং এমন কিছু হাদীছ তার সামনে আসে, যে হাদীছগুলোর নাসখ, খাছ ও অপর হাদীছের বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তার মাযহাব হাদীছগুলোর বিরোধী। এখন তার উপর কি মাযহাবের অনুসরণ করা জায়েয, না তার মাযহাব বিরোধী ছহীহ হাদীছগুলোর উপর আমল করা ওয়াজিব?

জওয়াবে তিনি বলেন, 'কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ফরয করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত পৃথিবীর কোন মানুষের আনুগত্য তথা তার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মান্য করাকে ফরয করেননি, যদিও সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়। আর সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত পৃথিবীর কোন মানুষ মা'ছূম বা নিষ্পাপ নয়, যার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর ইমামগণ অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।[৩৩]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

৩২. ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া, ২০/২০৮-২০৯ পৃঃ।
৩৩. তদেব, ২০/২১০-২১৬ পৃঃ।

لَا يَصِحُّ لِلْعَامِّيِّ مَذْهَبٌ وَلَوْ تَمَذْهَبَ بِهِ فَالْعَامِّيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ إِنَّمَا يَكُوْنُ لِمَنْ لَهُ نَوْعُ نَظْرٍ وَاسْتِدْلَالٍ وَيَكُوْنُ بَصِيْرًا بِالْمَذَاهِبِ عَلَى حَسَبِهِ أَوْ لِمَنْ قَرَأَ كِتَابًا فِيْ فُرُوْعِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَعَرَفَ فَتَاوَى إِمَامِهِ وَأَقْوَالَهُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِذَلِكَ أَلْبَتَّةَ بَلْ قَالَ أَنَا شَافِعِيٌّ أَوْحَنْبَلِيٌّ أَوْغَيْرُ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا فَقِيْهٌ أَوْنَحْوِيٌّ أَوْكَاتِبٌ لَمْ يَصِرْ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ–

শারঈ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা সিদ্ধ নয়, যদিও তারা তা করে থাকে। অতএব শারঈ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কোন মাযহাব নেই। কেননা মাযহাব তার জন্য যে অনুসরণীয় মাযহাবের ব্যাপারে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, দলীল সম্পর্কে অবহিত এবং সাধ্যানুযায়ী সচেতন। অথবা যে অনুসরণীয় মাযহাবের শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার কোন বই পড়েছে এবং অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামের ফৎওয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। পক্ষান্তরে যে আদৌ উপরিউক্ত যোগ্যতার অধিকারী নয় বরং নিজেকে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী বলে দাবী করে তার কথা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নাহু না পড়ে নিজেকে নাহুবিদ দাবী করে, ফিক্বহ না পড়ে নিজেকে ফক্বীহ দাবী করে, কোন বই না লিখে নিজেকে লেখক দাবী করে।[৩৪]

ইবনু আবিল ইযয হানাফী (রহঃ) বলেন, ‘যদি কোন ব্যক্তির সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যে বিষয়ের দলীল বা আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে তার জানা না থাকে এবং বিরোধী কোন মতও জানা না থাকে, তাহলে তার উপর কোন ইমামের তাক্বলীদ করা জায়েয’। কিন্তু যদি তার সামনে দলীল স্পষ্ট হয়, আর সে নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাক্বলীদকে জলাঞ্জলী দিয়ে উক্ত দলীলকেই গ্রহণ করে, তাহলে সে মুক্বাল্লিদ তথা কোন ব্যক্তির অন্ধানুসারী না হয়ে মুত্তাবি তথা কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী হিসাবে পরিগণিত হবে।

আর যদি তার সামনে দলীল স্পষ্ট হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধাচরণ করে অথবা দলীলকে বুঝার পরও তাকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করে, সে আল্লাহ তা‘আলার অত্র বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে,

৩৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ৬/২০৩-২০৫ পৃঃ।

وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُوْنَ–

‘এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি’ *(যুখরুফ ৪৩/২৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ–

‘যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না; বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও’? *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।[৩৫]

মা‘ছূমী (রহঃ) বলেন,

وَالْعَجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ لِهٰذِهِ الْمَذَاهِبِ الْمُبْتَدِعَةِ الشَائِعَةِ وَالْمُتَعَصِّبِيْنَ لَهَا, فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَتَّبِعُ مَا نُسِبَ إِلَى مَذْهَبِهِ مَعَ بُعْدِهِ عَنِ الْدَلِيْلِ, وَيَعْتَقِدُهُ كَأَنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ, وَهٰذَا نَأْيٌ عَنِ الْحَقِّ, وَبُعْدٌ عَنِ الْصَّوَابِ, وَقَدْ شَاهَدْنَا وَجَرَبْنَا أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ إِمَامَهُمْ يَمْتَنِعُ عَلَى مِثْلِهِ الْخَطَأُ, وَأَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ الْصَّوَابُ أَلْبَتَّةَ, وَأَضْمَرَ فِيْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ تَقْلِيْدَهُ وَإِنْ ظَهَرَ الْدَلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ–

ব্যাপক প্রসারিত নব আবিষ্কৃত মাযহাব সমূহের অন্ধ অনুসারীদের ব্যাপারে আশ্চর্যের বিষয় হল, নিশ্চয়ই তাদের কেউ (মুকাল্লিদ) তারই অনুসরণ করে যা

৩৫. ইবনে আবিল ইযয হানাফী, আল-ইত্তিবা, ৭৯-৮০ পৃঃ।

কেবল মাত্র তার মাযহাবের দিকে সম্পর্কিত, যদিও তা দলীল থেকে অনেক দূরে হয় এবং বিশ্বাস করে যে তিনি (অনুসরণীয় ইমাম) আল্লাহ প্রেরিত নবী। আর অন্যজন হক্ব থেকে আনেক দূরে এবং সঠিকতা থেকে অনেক দূরে। আর অমরা লক্ষ্য করেছি, নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত মুকাল্লিদগণ বিশ্বাস করে যে, তাদের ইমামের এরূপ ভুল হওয়া অসম্ভব। বরং তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক। কিন্তু তারা তাদের অন্তরে গোপন রেখেছে যে, তারা কখনই তাদের (অনুসরণীয় ইমাম) তাক্বলীদ ছাড়বে না, যদিও দলীল তার বিপরীত হয়।[৩৬]

কামাল বিন হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন,

إِنَّ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ غَيْرُ لَازِمٍ عَلَى الصَحِيْحِ, لِأَنَّ الْتِزَامَهُ غَيْرُ مُلْزَمٍ, إِذْ لاَ وَاجِبَ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ, وَلَمْ يُوْجِبُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ رَجُلٍ مِنَ الأَئِمَّةِ, فَيُقَلِّدُهُ فِيْ دِيْنِهِ فِيْ كُلِّ مَا يَأْتِيْ وَيَذَرُ دُوْنَ غَيْرِهِ, وَقَدْ انْطَوَتْ القُرُوْنُ الفَاضِلَةُ عَلَى عَدَمِ القَوْلِ بِلُزُوْمِ التَمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ–

ছহীহ মতে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। কেননা তার (মাযহাবের) অন্ধ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়নি। কেননা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা ওয়াজিব করেননি তা কখনই ওয়াজিব হবে না। আর অল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) মানুষের মধ্যে কারো উপর ইমামগণের কোন একজনের মাযহাবকে এমনভাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব করনেনি যে, দ্বীনের ব্যাপারে তার (ইমাম) আনীত সকল কিছুই গ্রহণ করবে এবং অন্যের সকল কিছু পরিত্যাগ করবে। নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার কথা বলা ছাড়াই মর্যাদাপূর্ণ শতাব্দী সমূহ অতিবাহিত হয়েছে ।[৩৭]

সাবেক সঊদী গ্র্যাণ্ড মুফতী, বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, ‘চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের

৩৬. আল-মা‘ছূমী, হাদিয়্যাতুস সুলতান ৭৬ পৃঃ।
৩৭. আল-মা‘ছূমী, হাদিয়্যাতুস সুলতান ৫৬ পৃঃ।

তাক্বলীদ করা ওয়াজিব’ মর্মে প্রচলিত কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল; বরং চার মাযহাবসহ অন্যদের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব নয়। কেননা কুরআন ও সান্নাহ-এর ইত্তেবা করার মধ্যেই হক নিহিত আছে, কোন ব্যক্তির তাক্বলীদের মধ্যে নয়’।[৩৮]

অতএব নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধানুসরণ করা নিকৃষ্ট বিদ‘আত, যা অনুসরণ করার আদেশ কোন ইমামই দেননি; যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে তাদের অনুসারীদের চেয়ে বেশী অবগত। সুতরাং নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অন্ধানুসরণ না করে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে হবে। যখনই ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে তখনই তা নিঃশর্তভাবে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে।

৩৮. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ ফাতাওয়া, ৩/৭২ পৃঃ।